বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় নির্বাচিত হাদীস-এর সংকলন

বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় নির্বাচিত হাদীস-এর সংকলন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

একটি খিলাফত জুবিলী প্রকাশনা

প্রকাশক | **মাহবুব হোসেন**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল | প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৯
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগষ্ট ২০০৮

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | **বাড-ওঁ-লিভস্**
২১৭/এ, ফকিরেরপুল ১ম লেন
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Selected Verses of Hadith | Published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN 978-984-991-015-2

পবিত্র কলেমা তৌহীদের প্রচার ও একে ভালবাসার অপরাধে কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত, খোদার পথে দুঃখ ও শাহাদত বরণকারী এবং মূর্তিমান বেলালরূহ আহমদী মুসলমানদের পক্ষ হতে নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শত-বার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি অকৃত্রিম এবং পবিত্র উপহার।

বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় নির্বাচিত হাদীস-এর সংকলন

এই সংকলনে হাদীস শরীফের বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় হাদীস নির্বাচন করেছেন নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। এই হাদীসসমূহের বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। তাঁকে সাহায্য করেছেন আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্। সার্বিক সম্পদনার কাজ করেছেন জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান এবং প্রুফ দেখার কাজ করেছেন আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান।

দু'টি কথা

"বিষয়ভিত্তিক কতিপয় নির্বাচিত হাদীস এর সংকলন" পুস্তিকাটি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। তখন এটি বাংলা সাধুরীতিতে লেখা হয়েছিল। এবার খেলাফতে আহমদীয়ার শতবার্ষিকী উপলক্ষে চলতি রীতিতে পরিবর্তন করে মুদ্রণ করা হয়েছে।

এর হাদীসগুলো আমাদের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) নির্বাচন করেছিলেন। এতে ২৭টি বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আশা করি, সুধী পাঠকবৃন্দ বইটি থেকে অনেক উপকৃত হবেন।

পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ। এছাড়া অনেকে এর প্রকাশনা কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

মোবাশশেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

বিসমিল্লা হির রাহমানির রাহিম

মুখবন্ধ

হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুখনিসৃত কথা অথবা যা তাঁর জীবনের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এবং যা কিছুকাল ধরে তাঁর সাহাবী এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে, তাকে হাদীস বলা হয়। প্রতিটি হাদীসের এক একটি সরল ও প্রকাশনা অর্থ আছে। যার অভ্যন্তরে নিহিত আছে নানা অর্থ, নানা তত্ত্ব–যা গভীর থেকে গভীরতর তাৎপর্যে ভরপুর। অনুবাদ যত অনবদ্য ও নির্ভরযোগ্যই হউক না কেন তা হাদীসের ন্যায় সুবিস্তৃত বিষয়বস্তু সম্বলিত ও তত্ত্ব তাৎপর্য-সমৃদ্ধ বাণীর অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে দিতে পারা যায়। ইসলামের ভিত্তিসমূহ ও গুণাবলীকে আমাদের সম্মুখে উন্মোচন করে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্যকারী হতে হবে। হাদীস ইসলামে ঐতিহাসিক, নৈতিক এবং 'ফেকাহ্' বা বিধি-বিধান সম্বন্ধীয় বহু বিষয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। আমরা যখন এই ব্যাপারটা চিন্তা করি যে, দুনিয়ার অধিক সংখ্যক লোক, কৃষ্টিগত কিংবা গোষ্ঠীগতভাবে একে অপর হতে আলাদা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তারা অদ্যাবধি হাদীস অধ্যায়নের কোন সুযোগ পায়নি, তখন এটা সহজেই পরিষ্ফুট হয়ে উঠে যে, ব্যাপারটা কত বেশি গুরুতর। সত্যিই এটা মর্মান্তিক ব্যাপার যে, বিগত চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে হাদীস শরীফের বিভিন্ন গ্রন্থের মাত্র গুটিকতক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিষয়-ভিত্তিক হাদীসের অনুবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি অতি উচ্চাভিলাষী ও মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং ১৯৮৯ সালের মধ্যে এই জামা'তের প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে অন্যূন একশতটি বহুল প্রচলিত ভাষায় চয়নকৃত হাদীসসমূহের উপহার দুনিয়াবাসীকে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের কাছে এই বিষয়-ভিত্তিক কিছু কিছু যথোপযুক্ত হাদীসের অনুবাদ পেশ করবার উদ্দেশ্য হল, এমন সব পাঠকের কাছে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার খানিকটা তুলে ধরা যারা ইসলাম ও ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে খুব সামান্যই অবহিত কিংবা আদৌ অবহিত নন।

আমরা আশা করি এবং এই প্রার্থনা করি যে, এই উদ্যোগ মানুষের জ্ঞান-

পিপাসা নিবারণে অনেকাংশে সক্ষম হবে এবং এটা সেই পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত সম্পর্কে জানার বসনাকে জাগ্রত করবে যা সন্নিবিষ্ট রয়েছে নিশ্চিত ঐশী প্রত্যাদেশ গ্রন্থ্ আল কুরআনে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচ্য সংকলনে হাদীস চয়ন করা হয়েছে :

(১) নিয়ত ও আমল
(২) আল্লাহ্‌র মহিমা ও মর্যাদা
(৩) আল্লাহ্‌র একত্ব
(৪) সর্বোত্তম যিক্‌র–আল্লাহ্ তাআলার যিক্‌র
(৫) আল্লাহ্‌র ভালবাসা
(৬) কুরআন করীম
(৭) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম চরিত্র
(৮) ইসলামের ভিত্তি
(৯) নামায ও ইবাদতের পদ্ধতি
(১০) রোযা
(১১) হজ
(১২) যাকাত–আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়
(১৩) সৎ কর্মের আদেশ ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখা।
(১৪) দাওয়াত ইলাল্লাহ্
(১৫) কর্তব্য ও বিধি-নিষিধ সম্পর্কিত
(১৬) বিবাহ
(১৭) উত্তম আখলাক
(১৮) ইসলাম সমাজ
(১৯) জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া
(২০) মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার
(২১) প্রতিবেশী সম্পর্কিত
(২২) পানাহার সম্পর্কিত
(২৩) পোষাক-পরিচ্ছদ
(২৪) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
(২৫) হিংসা বিদ্বেষ
(২৬) ইসলামের অধঃপতন
(২৭) ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন

এই সংকলনে সংকলিত হাদিসগুলো চয়ন করেছেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)।

খাকসার
এম. এ. সাকী
এডিশনাল ভকিলুত তসনিফ ও সেক্রেটারী প্রকাশনা, লন্ডন

সূচীপত্র

বিষয়-ভিত্তিক নির্বাচিত কতিপয় হাদীস এর সংকলন

নিয়্যত ও আমল

১। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, "নিয়্যতের ওপর কর্মফল নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়্যত করে তাই সে পাবে। যার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে হবে, বস্তুত তার হিজরত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে হবে; যার হিজরত দুনিয়ার দিকে হবে, সে দুনিয়াকেই লাভ করবে অথবা যদি তার হিজরত কোন মহিলার দিকে হয়–যাকে সে বিবাহ করতে পারে তাহলে তার হিজরত তার জন্যই হবে যার জন্য সে হিজরত করেছে।"

(বুখারী, মুসলিম, বাবু কাইফা কানা বাদউল ওহী)।

২। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, "প্রকৃত মুসলমান সে-ই– যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে এবং প্রকৃত মুহাজির (হিজরতকারী) সে-ই– যে আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ-ঘোষিত বস্তুকে পরিত্যাগ করে।"

(বুখারী, কিতাবুল ইমান)।

আল্লাহর মহিমা ও মর্যাদা

১। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক জুমুআর খুতবাতে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করেন : "এবং আকাশসমূহ তার ডান হাতে গুটানো আছে, তিনি তা থেকে পবিত্র এবং অনেক ঊর্ধ্বে যা তারা শরীক করে।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, "আল্লাহ বলেন, "আমি সর্বাধিপতি, আমি সর্বোচ্চ।" (এভাবে) তিনি স্বয়ং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ কথাগুলি এমনভাবে পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, যার দরুন মিম্বর সজোরে কাঁপতে থাকে এবং আমরা মনে করলাম তিনি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (মিম্বরসহ) পড়ে যাবেন।

(মুসনাদ আহমদ)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, দু'টি বাক্য রহমান আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়, যা বলতে সহজ কিন্তু ওজনে অত্যাধিক সারবত্তাপূর্ণ এবং তা হল "সুবহান্নাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহান্নাল্লাহিল আযীম" অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিজ প্রশংসাসহ অতি পবিত্র; আল্লাহ অতি পবিত্র, অতীব মহান।"

(বুখারী, কিতাবুর রাদ্দে)।

আল্লাহর একত্ব

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে থাকে, অথচ তার এমন করা উচিত ছিল না। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ তার এরূপ করা সমীচীন নয়। আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন কারার অর্থ হল যে, সে বলে তিনি (সর্বশক্তিমান আল্লাহ্) কখনও আমাদের পুনরায় সৃষ্টি করবেন না যেমন তিনি আমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে গালি দেওয়ার অর্থ হল যে, বলে আল্লাহ্ তাআলা পুত্র গ্রহণ করেছেন অথচ আমি কারও মুখপেক্ষী নই। আমি কাউকেও জন্ম দেইনি এবং আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং আমার সমকক্ষ কেউ নেই।"

(মুসনাদ আহমদ)।

সর্বোত্তম যিকর-আল্লাহ্ তালার যিক্র

১। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : "সর্বোত্তম যিক্র হল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (মা'বুদ) নেই "এবং সর্বোত্তম দোয়া হল আলহামদুলিল্লাহ্" অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার।

(তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)।

২। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে স্মরণ করে সে জীবিতের ন্যায় এবং যে তাকে স্মরণ করে না সে মৃতের ন্যায়। সেই ঘর জীবিতের ন্যায় যে ঘরে আল্লাহ্র যিক্র (স্মরণ) করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্র যিক্র করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়।"

(বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত)।

৩। হযরত আবু মুসা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আমরা ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় লোকেরা উচ্চ স্বরে “আল্লাহু আকবর” (অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলতে লাগল। তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হে লোকেরা! তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছো না যিনি বধির বা অনুপস্থিত। তোমরা তো তাকেই ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা, নিকটতম এবং তোমাদের সাথে সর্বদা বিদ্যমান।”

(মুসলিম, কিতাবুয যিক্‌র)।

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মহান আল্লাহ্‌ তাআলার কিছু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সব সময় এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে, তারা তাদের সাথে বসে পড়ে এবং নিজেদের পাখার মাধ্যমে একে অপরকে আবৃত করে। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা: এ রকম মজলিসের ওপর খোদা তাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না।) অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস থেকে উঠে যায় তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলে যান। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমরা কোথা থেকে এসেছো?’ তখন তারা উত্তর দেন ‘আমরা তোমারই ঐ সব বান্দার কাছ থেকে এসেছি যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার কাছে যাচ্‌ঞা করছিল।’ তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, “তারা আমার কাছে কি কামনা করছিল?” ফেরেশতাগণ বলেন, “তারা তোমার কাছে তোমার জান্নাত যাচঞা করছিল।” আল্লাহ পুনরায় প্রশ্ন করেন, ‘তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? ’ ফেরেশতাগণ উত্তর দেন– হে প্রভু! না তারা দেখেনি। তিনি বলেন কি অবস্থা হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখতো! তারা বলেন, তারা তোমার কাছে তোমার আশ্রয়ও প্রার্থনা করছিল। তিনি বলেন, তারা কি হতে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করছিল? তারা বলেন, হে প্রভু! তোমার আগুন থেকে। তিনি বলেন, তারা কি আমার আগুন দেখেছে? তারা বলেন, না তারা তা দেখেনি।

তিনি বলেন, তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখতো। তখন তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছিলো। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা চেয়েছিল তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা থেকে আশ্রয় চেয়েছে তাদেরকে আশ্রয় দিলাম। তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত পাপী ছিল, যে ঐ জায়গা অতিক্রম করছিল এবং সে তাদের সাথে দর্শকের মত বসে গেল। তিনি বলেন আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা তারাতো ঐ সকল আশিস প্রাপ্ত লোক, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সে-ও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম,কিতাবুয যিকর)।

আল্লাহ্‌র ভালবাসা

১। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হযরত দাউদ (আ.) নিম্নলিখিতভাবেও দোয়া করতেন:
'হে আল্লাহ নিশ্চয় আমি তোমার ভালবাসা কামনা করি এবং ঐ সব ব্যক্তির ভালবাসাও কামনা করি যারা তোমাকে ভালবাসে এবং ঐ সব (পুণ্য) কর্ম যেন করতে পারি যা তোমার ভালবাসার কাছে পৌঁছে দেয়। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার প্রাণ, আমার পরিবার-পরিজন এবং ঠান্ডা পানির (যা মুমূর্ষ পিপাসার্ত ব্যক্তির কাছে প্রিয়) চেয়েও প্রিয় করে দাও।"

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)।

২। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, তিনটি এমন গুণ আছে যদি কোন ব্যক্তি তাদের অধিকারী হয় তাহলে সে ইমানের সুমিষ্ট স্বাদ উপলব্ধি করবে। (আর সেই গুণগুলি হল:) অন্যান্য সব বস্তু হতে তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক প্রিয় হওয়া, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কোন ব্যক্তিকে ভালবাসা এবং অবিশ্বাস হতে আল্লাহ্ তাআলা তাকে রক্ষা করার পর পুনরায় এতে ফিরে যাওয়া তার কাছে সেভাবে অপসন্দনীয় যেভাবে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপসন্দ করে।"

(বুখারী, কিতাবুল ইমান)।

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, মু'মিন যদি আল্লাহ্‌র কাছে যা কিছু শাস্তির জন্য নির্ধারিত আছে তা জানতে পারত তাহলে কেউ কখনও তার জান্নাতও পাওয়ার আশা করতো না

এবং কাফের যদি আল্লাহ্‌র রহমত হতে তার কাছে যা কিছু আছে তা সম্বন্ধে জানত তা হলে কেউ কখনও তার জান্নাত থেকে নিরাশ হত না।

(মুসলিম, কিতাবুত তওবা)।

৪। হযরত উয়াসেলা ইবনে আল আবসা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "মহান বরকতময় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সাথে ঐ ব্যবহার করে থাকি যা সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে। অতএব সে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।"

(বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)।

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেছেন আমি আমার বান্দার সাথে তার ধারণানুযায়ী ব্যবহার করে থাকি। আমি তার সাথে থাকি যখনই সে আমাকে স্মরণ করে। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তাঁর বান্দার ক্ষমা প্রার্থনায় তোমাদের মধ্য থেকে ঐ ব্যক্তির তুলনায় অধিকতর খুশী হন যে মরুভূমিতে তার হারানো উটকে পাওয়ার পর খুশী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আমার কাছে এক বিঘত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই এবং যে আমার দিকে পদ ব্রজে অগ্রসর হয় আমি তার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হই।"

(মুসলিম, কিতাবুত তওবা)।

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন "আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এক ব্যক্তি নিজের প্রাণের ওপর অত্যাধিক যুলুম করল এবং যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন সে তার সন্তানদের ওসীয়্যত করে বললো, আমি যখন মৃত্যুবরণ করবো তখন তোমরা আমার মৃত-দেহকে জ্বালিয়ে দিও, তারপর আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমুদ্রের ঝঞ্ঝা-বায়ুতে উড়িয়ে দিও। আল্লাহ্‌র কসম আমার প্রভু যদি আমাকে পাকড়াও করে ফেলেন, তাহলে তিনি আমাকে এমন শাস্তি দিবেন যা তিনি আর অন্য কাউকেও দেননি।' তিনি (হুযূর সা.) বললেন, তারপর তারা তাই করল। তখন তিনি (আল্লাহ্) ধরিত্রীকে বললেন, যা কিছু তুমি গ্রহণ করেছ তা আমাকে ফিরিয়ে দাও। সহসা দেখ! সে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র সামনে) পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করল। তিনি (আল্লাহ্) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে তোমাকে এমনটি করতে প্ররোচিত করলো ? সে বলল, হে

আমার প্রভু! তোমার ভয় এবং ভীতি আমাকে এমন করতে প্ররোচিত করেছে। সুতরাং (আল্লাহ্)তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)।

কুরআন করীম

১। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকেও শিক্ষা দেয়।"

(বুখারী, কিতাবুল ফাযায়েল)।

২। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের কোন অংশ শিখেনি, নিশ্চয় তার উপমা এক পরিত্যক্ত গৃহের মত।"

(তিরমিযী, ফাযায়েলুল কুরআন)।

৩। হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) একবার ভাষণের জন্য আমাদের মধ্যে দায়মান হয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা মহিমা ও গৌরব বর্ণনা করলেন, আমদের উৎসাহ ও উপদেশ দান করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই মানুষ, একদিন আমার প্রভুর এক সংবাদ বাহক আসবে এবং আমি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিব। আমি দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। প্রথমত 'কিতাবুল্লাহ' যার মধ্যে হেদায়াত ও নূর রয়েছে। সুতরাং কিতাবুল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধর এবং এর ওপর আমল কর। এভাবে রসূল (সা.) কিতাবুল্লাহর প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়ান এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি বললেন, দ্বিতীয়ত আমার পরিবারবর্গ, তোমাদের আমি আমার পরিবরবর্গ সম্বন্ধে আল্লাহ্কে স্মরণ করে উপদেশ দিচ্ছি" (এভাবে তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন)।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলে সাহাবা)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উত্তম চরিত্র

১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে

দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন।

(মুসনাদ, দারমী)।

২। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও কাউকেও প্রহার করেননি–না কোন মহিলাকে, না কোন খাদেমকে, যদিও তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করেছেন। যদি তিনি কখনও কারও দ্বারা কষ্ট পেতেন তবুও তিনি তার প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহর বর্ণিত পবিত্র স্থানসমূহকে অপবিত্র করা হত, তখন তিনি আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)।

৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা,) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) স্বয়ং নিজ হাতে উটের খাবার খাওয়াতেন, ঘরের টুকিটাকি কাজ করতেন, জুতা সেলাই করতেন, কাপড় রিপু করতেন, ছাগীর দুগ্ধ দোহন করতেন, গোলামদের সাথে আহার করতেন এবং গম ভাঙানোর সময় গোলাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি তাদের সাহায্য করতেন। বাজার থেকে জিনিস-পত্র ঘরে বহন করে নিয়ে যাওয়াতে লজ্জাবোধ করতেন না, ধনী ও দরিদ্রের সাথে একইভাবে করমর্দন করতেন, সর্বপ্রথম সালাম করতেন। তিনি কোন নিমন্ত্রণকে অবজ্ঞা করতেন না– সেই নিমন্ত্রণ শুধুমাত্র সামান্য খেজুরেরই হোক না কেন। তিনি পরিশ্রান্তদের স্বস্তি প্রদান করতেন। তিনি কোমল স্বভাবের অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁর আচার- ব্যবহার উত্তম ছিল এবং তিনি প্রফুল্ল-বদন ছিলেন। তিনি হাসতেন, কিন্তু উচ্চঃস্বরে নয়। তিনি কখনও বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করতেন না। তিনি বিনয়ী ছিলেন; সংকীর্ণমনা ছিলেন না। তিনি দানশীল ছিলেন কিন্তু অপচয়কারী ছিলেন না। তিনি কোমল চিত্তের অধিকারী ছিলেন এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দয়ালু ছিলেন। তিনি কখনও পেট পুরে খেতেন না– যাতে আলস্য অনুভব করেন এবং কখনও লোভের বশবর্তী হয়ে হাত প্রসারিত করেননি।

(মিশকাত, কিতাবুল ফিতান)।

৪। হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার হযরত আয়েশা (রা.) আমাদের একটি মোটা সূতার চাদর ও লুঙ্গি বের করে বললেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এই দু'টি বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।"

(বুখারী, কিতাবুল লিবাস)।

ইসলামের ভিত্তি

১। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসূল (সা.) বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল; নামায কায়েম করা; যাকাত আদায় করা; বায়তুল্লাহ্র হজ পালন এবং রমযানের রোযা রাখা।"

(বুখারী, কিতাবুল ইমান)।

২। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে ছিলাম, তখন উজ্জ্বল ধবধবে সাদা কাপড় পরে এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলেন, যার চুল ঘন কৃষ্ণ বর্ণের ছিল। তার ওপর সফরের কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছিল না এবং তিনি আমাদের কারো কাছে পরিচিতও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্র রসূল (সা.) এর এত কাছে গিয়ে বসলেন, এমনকি নিজের হাঁটু তাঁর (সা.) হাঁটুর সাথে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি (আগন্তুক) বললেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! ইমান কি? তিনি (রসূল-সা.) বললেন, (ইমান হল এই যে) আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ, আখেরাত দিবস এবং যা ভাল ও মন্দের নিয়তির সাথে সম্পর্কিত, এই সবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।"

(তিরমিযী,কিতাবুল ইমান)।

নামায এবং ইবাদতের পদ্ধতি

১। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার ওযুর পানি আনলেন। উক্ত পানি দিয়ে (প্রথমে) তিনি পানি ঢেলে তিনবার হাত ধুলেন। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে কুলকুচা করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি তিনবার মুখমন্ডল ধুলেন এবং তিনবার কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধুলেন। তারপর তিনি মাথা 'মসাহ' করলেন (মুছলেন)। তারপর তিনি গোঁড়ালি পর্যন্ত তিন বার পা ধুলেন। তারপর তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যেই ব্যক্তি হুবহু আমার মত ওযু করে, তারপর দুই রাকায়াত নামায পড়ে এবং এই দুইটির (ওযু এবং নামাযের) মধ্যে কথাবার্তা না বলে তাহলে তার পূর্ববর্তী সব পাপ মাফ করে দেয়া হয়।"

(বুখারী, কিতাবুল ওযু)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের এমন কিছু সম্বন্ধে বলব না– যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মিটিয়ে দিবেন এবং তদ্বারা তোমাদের মর্যাদায় উন্নীত করবেন?" তারা (সাহাবাগণ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.) নিশ্চয়ই (বলুন)।' তিনি বললেন ওযুকে এর শর্তাবলীর সাথে সম্পূর্ণ করা এবং মসজিদের দিকে বেশি-বেশি কদম রাখা এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করা।"

(মুসলিম, কিতাবুল তাহারাত)।

৩। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের শুরুতে তকবীর (আল্লাহু আকবর) বলতেন। তারপর তিনি আলহামদুলিল্লাহর সাথে কিরআত (কুরআন মজীদের অংশ বিশেষ পাঠ) আরম্ভ করতেন এবং যখন তিনি রুকূ করতেন তখন তিনি মাথা উঠাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি নিজ কোমরকে অধিক বা কম বরং এই উভয়ের মধ্যাবস্থায় না করতেন। এবং যখন তিনি রুকূ করতেন তখন মাথাকে উঠাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত পিঠকে সঠিকভাবে (কোমরের সমান্তরালে) বাঁকা না করতেন। তিনি নিজ মাথা রুকূ থেকে উঠাতেন এবং ততক্ষণ তিনি সিজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এবং যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন তিনি (পুনরায়) সেজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি সোজা হয়ে বসতেন। এবং তিনি প্রতি দুই রাকাত অন্তর 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়তেন। এবং বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং (ডান পায়ের) গোঁড়ালি খাড়া রাখতেন এবং তিনি শয়তানের পিছনে চলতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি সেজদারত অবস্থায় কনুইদ্বয়কে মাটির ওপর কুকুরের মত বিছাতে নিষেধ করেছেন এবং তসলিমের সাথে (অর্থাৎ, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলে) নামায শেষ করতেন।

(মুসনাদ আহমদ)।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, আমি রসূলে করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কর্ম সবচাইতে অধিক প্রিয়?" তিনি (সা.) বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা, আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম "এরপর কোনটি" তিনি (সা.) বললেন, "মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "এর পর কোনটি?" তিনি (সা.) বললেন,

"আল্লাহ তাআলার রাস্তায় জেহাদ করা।"

(বুখারী, কিতাবুজ জিহাদ)।

৫। হযরত আমর বিন শোআয়ব (রা.) তার পিতা এবং তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ দান কর। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন তাদের এই ব্যাপারে শাসন কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

(আবু দাউদ)।

৬। হযরত ফাতেমা তুয যোহরা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন (অর্থাৎ দোয়া করতেন) : "বিসমিল্লাহি ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহে আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা" (অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। আল্লাহর রসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। হে আমার আল্লাহ আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দাও)। এবং যখন তিনি মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন, "বিসমিল্লাহি ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলি যুনুবি ওয়াফ তাহলী আবওয়াবা ফাযলিকা।" অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) আল্লাহ্‌র রসূলের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! হে আমার আল্লাহ্! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ খুলে দাও।"

(মুসনাদ আহমদ)।

রোযা

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেন, রোযা ব্যতীত মানুষের সকল কাজ তার নিজের জন্য। এটি একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর পুরস্কার প্রদান করবো এবং রোযা ঢাল (স্বরূপ)। এভাবে যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার দিন পায় তাহলে সে যেন কোন অশ্লীল কথা না বলে এবং যেন চেঁচামেচি না করে। যদি কোন ব্যাক্তি তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় তাহলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার। মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে রয়েছে তাঁর কসম, অভুক্ত থাকার কারণে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট কস্তুরীর সুগন্ধির চাইতেও পবিত্র-প্রিয়। যে ব্যক্তি রোযা রাখে তার জন্য দু'টি আনন্দ–যা

দ্বারা সে উৎফুল্ল হয়। যখন সে ইফতার করে তখন সে খুশি হয় এবং যখন যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করে তখন সে নিজের রোযার দরুন আনন্দিত হয়।

(বুখারী কিতবুস সওম)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুল করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্যকলাপকে ত্যাগ করে না, তার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

(বুখারী কিতাবুস সওম)।

৩। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) রমযানের শেষ দশ দিন (মসজিদে) ইতিকাফে বসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এভাবেই ইতিকাফ করতেন। তাঁর (সা.) পর তাঁর সহধর্মিণীগণও অনুরূপভাবে ইতিকাফ করতেন।

(বুখারী, কিতাবুল ইতিকাফ)।

হজ্ব

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তিনি বললেন, "হে মানব জাতি! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ওপর হজ ফরয (বিধিবদ্ধ) করেছেন, সুতরাং তোমরা হজব্রত পালন কর।" তখন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটা কি প্রতি বৎসর পালন করতে হবে ?" তখন তিনি (সা.) চুপ থাকলেন যে পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি তিনবার বলল। তখন আল্লাহ্র রসূল (সা.) বললেন, "যদি আমি হ্যাঁ বলি তবে এটা (হজ) তোমাদের ওপর ফরয হয়ে যাবে এবং তোমরা এর সামর্থ্য রাখ না। তিনি আরও বললেন, আমি যেখানে তোমাদের ছেড়ে দেই তোমরাও আমাকে সেখানে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ, তোমরা আমাকে বেশি প্রশ্ন করো না। নিশ্চয় তোমাদের পূর্বের অনেকেই বেশি-বেশি প্রশ্ন করার কারণে এবং তোমাদের নবীদের সাথে মতবিরোধের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমি তোমাদের কিছু করার হুকুম দেই, তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো এবং তোমাদের যা করতে নিষেধ করি তোমরা তাকে পরিত্যাগ করো।"

(মুসলিম, কিতাবুল হাজ)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য হজ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং

কোন ঝগড়া-বিবাদ না–করে, তাহলে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে, যেদিন তাকে তার মাতা প্রসব করেছিলেন (অর্থাৎ, নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)।”

(মুসলিম, কিতাবুল মানাসিক)।

যাকাত – আল্লাহ্র পথে ব্যয়

১। হযরত মু'আয (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) আমাকে (কোথাও শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠালেন এবং) বললেন, “নিশ্চয়ই তুমি আহ্লে কিতাবের (ঐশী-গ্রন্থের অনুসারী) এক জাতির কাছে যাচ্ছো। তুমি তাদের এই সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আহ্বান করবে যে, ‘আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ উপাস্য নাই এবং আমি (মুহাম্মদ-সা.) আল্লাহ্র রসূল।’ যদি তারা একে মান্য করে তাহলে তুমি তাদের শিক্ষা দাও যে, আল্লাহ্ তাআলা রাত ও দিনে তাদের জন্য মোট পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মান্য করে তাহলে তুমি তাদের শিক্ষা দাও যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন যা ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তোমরা তাদের ধন-সম্পদের পবিত্রতা রক্ষা কর। অত্যাচারিতের (মযলুমের) হাহাকার থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তার এবং আল্লাহ্র মধ্যে কোন হিজাব (পর্দা) নাই।”

(বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

২। হযরত খোযাইম বিন ফাতিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় কিছু খরচ করে তার জন্য সাতশত গুণ বর্ধিত করে লেখা হয় (অর্থাৎ পুরস্কৃত করা হয়)।”

(তিরমিযী, বাবু ফাযলিন নাফকাতে ফি সাবিলিল্লাহ্)

৩। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আবু তালহা আনসারী ছিলেন মদীনার সবচাইতে বেশি খেজুরের সম্পদে সম্পদশালী ‘আনসার’ (ঐ সমস্ত লোক যারা মদীনাতে রসূলুল্লাহ্ [সা.]-এর হিজরতের পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন)। তার কাছে সবচাইতে প্রিয় ছিল বায়রুহার সম্পদ (খেজুর বাগান)। এটা মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায়ই এই বাগানে যেতেন এর পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি পান করতেন। আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত “তোমরা কখনও পূর্ণ নেকী অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ কর” (৩ : ৯৩)। অবতীর্ণ

হয়, তখন আবু তালহা (রা.) রসূল করীম (সা.)-এর নিকট গেলেন এবং বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ আপনার ওপর এ আয়াত "তোমরা কখনও পূর্ণ নেকী অর্জন করবে না যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালবাস তা থেকে খরচ কর" অবতীর্ণ করেছেন, তাই আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হল বায়রুহা (বাগান)। আমি এটা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করলাম। আমি আশা রাখি আল্লাহ্‌র নিকট এর প্রতিদান পাব ও তা আল্লাহ্‌র নিকট সঞ্চিত থাকবে। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি একে গ্রহণ করুন এবং ব্যবহার করুন যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে নির্দেশ দেন।" নবী করীম (সা.) বললেন, "চমৎকার! এটা একটা লাভজনক সম্পদ! এটা একটা লাভজনক সম্পদ! তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি, কিন্তু আমার মতে তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনকে বন্টন করে দাও।" তখন আবু তালহা (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর রসূল (সা.)! "আমি নিশ্চয়ই (বন্টন) করব।" সুতরাং আবু তালহা (রা.) তার চাচার ছেলে-মেয়ে এবং নিকটাত্মীয়ের মধ্যে এই বাগান বন্টন করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।

৪। হযরত আদি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা খেজুরের একটি টুকরা (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করে হলেও আগুন হতে বাঁচ।"

(বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

৫। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "একজন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা, জনগণ ও জান্নাতের নিকট থাকেন, কিন্তু আগুন হতে দূরে থাকে। এবং একজন কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা জনসাধারণ ও জান্নাত হতে দূরে থাকে, কিন্তু সে আগুনের নিকটে থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট ধর্মভীরু কৃপণের চাইতে অজ্ঞ দানশীল ব্যক্তি অধিকতর প্রিয়।"

(কাশিরীয়া)।

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে আল্লাহর রসূল! কোন দানের মধ্যে সর্বোত্তম পুরস্কার রয়েছে?" তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, "তুমি এমতাবস্থায় দান-খয়রাত কর যে, তুমি স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা–লালসা পোষণ কর এবং তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং তুমি সম্পদ লাভের আশা রাখ। এই সকল অবস্থায়ই তুমি দান-খয়রাত করার ব্যাপারে আলস্য করবে না– যে পর্যন্ত

তোমার মৃত্যু সন্নিকট হয়, তখনও তুমি বলতে থাক যে, অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু অথচ তুমি অবগত আছ যে এটা কার জন্য।" (অর্থাৎ মৃত্যুকালীন সময়েও সে সবার মধ্যে তার সম্পদ বন্টন করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে)।

(মিশকাত, কিতাবুল ইনকাফ)।

৭। হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন যে, "আমি তাঁর নামে শপথ করে বলছি যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা অবশ্যই লোকদের ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলার শাস্তি তোমাদের ওপর নিপতিত হতে পারে। তখন তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করলেও আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণীয় হবে না।"

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান)।

৮। হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র সীমসমূহের ওপর দন্ডায়মান ব্যক্তির এবং তা লঙ্ঘনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ জাতির দৃষ্টান্তের অনুরূপ যারা একটি নৌকায় আরোহণ করার জন্য ভাগ্য-তীর নিক্ষেপ (লটারী) করল, ফলে তাদের কেউ-কেউ উপরের পাটাতনে এবং বাকীরা নীচে স্থান পেল। যখন নীচের লোকদের পানির প্রয়োজন হতো তখন তারা নিজের উপরস্থ লোকদের পাশ দিয়ে চলাচল করত। তাই তারা (নিম্নস্থ লোকেরা বলল, "যদি আমরা আমাদের নৌকার অংশে একটি ছিদ্র করি, আর আমাদের উপরস্থ লোকদের কষ্ট না দেই, সেক্ষেত্রে তারা (উপরস্থ লোকেরা) যদি তাদের বাধা না দেয় এবং সংকল্পবদ্ধ না হয়, তাহলে তারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা (উপরস্থ লোকেরা) তাদের এ কাজ হতে নিবৃত্ত করে তাহলে তারা সবাই 'মুক্তি' পাবে।"

(বুখারী, কিতাবুশ্ শিরকাত)।

সৎকর্মের আদেশ এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখা

১। হযরত সাহ্ল বিন সা'দ বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.)-কে নবী করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ্ তাআলা তোমার মাধ্যমে কোন একজন লোককে হেদায়ত দান করেন, তাহলে তা তোমার জন্য মূল্যবান রক্তবর্ণের উট থেকেও উত্তম"। (মুসলিম, কিতাবুল ফযায়েল)। (নোট : ঐ

সময় আরববাসীদের কাছে রক্তবর্ণের উট অধিক মূল্যবান সম্পদ ছিল)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে মানুষকে হেদায়াতের দিকে আহ্বান করে তার পুরস্কার সেই লোকের পুরস্কারের সমান, যে তাকে (সত্যের আহ্বানে) অনুসরণ করে। সেক্ষেত্রে সত্য গ্রহণকারীর পুরস্কার থেকে কোন কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্যকে পাপের পথে আহ্বান করে তার ওপর তদনুরূপ পাপ হবে যতটুকু পাপ ঐ ব্যক্তি তার আহ্বানের ফলশ্রুতিতে করে থাকে, সেক্ষেত্রে তার পাপসমূহ থেকে কোন কিছুই কম করা হবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ইল্‌ম)।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্

১। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সর্বাবস্থায় সহজ পদ্ধতি সৃষ্টি কর, জটিলতার সৃষ্টি করো না। তোমরা সুসংবাদ দান কর, কিন্তু ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।"

(মুসিলম, কিতাবুল জিহাদ)।

কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ সম্পর্কিত

১। হযরত আবিসা'লা বাতাল খোশানিয়ে জুরসুম ইব্‌নে নাসেরিন (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা কিছু বিধি-বিধান নির্ধারিত করেছেন এর অসম্মান করো না। তিনি যে সীমাসমূহ নির্ধারণ করেছেন ঐগুলোকে লংঘন করো না। তিনি কতগুলো জিনিসকে হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন এর নিকটে যেও না। তিনি কোন-কোন ব্যাপারে নিরব রয়েছেন, তা ভুলে যাবার জন্য নয়, বরং তোমাদের প্রতি দয়ার কারণে বিরত রয়েছেন। সুতরাং তোমরা এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।"

(দারকুতনী)।

২। হযরত নু'মান বিন বশীর (রা.) বর্ণনা করেছেন যে , তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় হালাল জিনিসও স্পষ্ট এবং হারাম জিনিসও স্পষ্ট, কিন্তু এই দু'য়ের মধ্যে এমন কিছু জিনিস অবর্ণিত রয়ে গেছে, যেগুলো কোন্ পর্যায়ভুক্ত তা অধিকাংশ লোকই জানে না। যারা এ সকল ব্যাপার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে তারা তাদের দ্বীন ও সম্মানকে নিরাপদে রাখে। যারা এইসব সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয় তারা হারামে

নিপতিত হয়। বস্তুত তারা ঐ রাখালের ন্যায়, যে নিজের পশুগুলোকে সংরক্ষিত চারণ-ভূমির চতুষ্পার্শ্বে চড়তে দেয় যার মধ্যে পশুপাল যেকোন সময় ঢুকে পড়তে পারে। স্মরণ রাখ, প্রত্যেক সার্বভৌম সত্তার একটি সংরক্ষিত চারণ-ভূমি থাকে। শুন! আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত চারণ-ভূমি হল তাঁর হারাম জিনিসসমূহ। সাবধান! দেহের মধ্যে একখন্ড মাংসপিন্ড আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং যখন তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখো! তা হচ্ছে হৃদয়।"

(মুসলিম, কিতাবুল বায়্উ)।

বিবাহ

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সাধারণত কোন মহিলাকে চারটি কারণে অর্থাৎ–তার ধন-দৌলত, বংশ-গৌরব, সৌন্দর্য এবং ধর্ম-পরায়ণতার জন্য বিবাহ করা হয়। কিন্তু তোমরা ধর্ম-পরায়ণা মহিলাকে প্রাধান্য দাও, যাতে তোমাদের হাত ধূলি-ধূসরিত হয়। (অর্থাৎ–তুমি বিনয়ী হতে পার)।"

(বুখারী, কিতাবুল নিকাহ্)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল পাক (সা.) বলেছেন, "ঐ তা'মে ওলীমাহ্ (বিবাহ ভোজ) সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে শুধুমাত্র ধনীরাই আমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেয়া হয়। সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য, যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।"

(মুসলিম, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

৩। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সকল হালাল জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণিত হালাল জিনিস হল তালাক।"

(ইবনে মাজাহ্ ও আবু দাউদ, কিতাবুত্ তালাক)।

৪। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম, যে তার পরিবারের কছে উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।"

(আবু দাউদ)।

উত্তম আখলাক

১। হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল পাক (সা.) বলেছেন, “নিশ্চয় কিয়ামতের দিনে তোমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি আমার সন্নিধানে প্রিয়তম ও নিকটতম হবে, যে চরিত্রের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। তোমাদের মধ্যে তারাই আমার দৃষ্টিতে সবচাইতে ঘৃণিত এবং আমার অনেক দূরবর্তী হবে যারা মন্দভাষী, কঠোর স্বভাবের এবং ‘মুতাফায়হেক’। তাঁরা বললেন, “আমরা মন্দভাষী এবং কঠোর স্বভাবের লোকদের সম্বন্ধে অবগত আছি, কিন্তু ‘মুতাফায়হেক’ কারা?” তিনি (সা.) বললেন, “এরা আত্মম্ভরী।”

(তিরমিযী, কিতাবুল বীর্‌রে ওয়াসসিলা)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, “আমি আবির্ভূত হয়েছি যেন আমি আখলাককে পরিপূর্ণতা দান করি।”

(আল্ সুনানুল কুব্‌রা)।

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, “যে কেউ এ দুনিয়াতে কোন মু’মিনের দুঃখ মোচন করবে আল্লাহ্ তাআলা শেষ বিচারের দিন তাকে ক্লেশমুক্ত করবেন। যে কেউ সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির সমস্যাকে সমাধান করে– আল্লাহ্ তাআলাও তার ইহজগত ও পরজগতের সমস্যাকে সমাধান করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দেয় আল্লাহ্ তাআলাও ইহজগত এবং পরজগতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ্ তাআলাও সেই বান্দার সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে আল্লাহ্ তাআলাও তার জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। যারা আল্লাহ্ তাআলার কিতাব পাঠ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার ঘরে সমবেত হয় এবং একে অপরকে তা শিক্ষা দেয় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করেন, তারা আল্লাহ্‌র রহমতে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঐ সকল লোকদের সাথে স্মরণ করেন, যারা তার নৈকট্য প্রাপ্ত। যে ব্যক্তিকে তার কর্ম পিছনে ফেলে দিয়েছে তার বংশ-গৌরব তাকে অগ্রগামী করবে না।”

(মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল পাক (সা.) বলেছেন, "কিয়ামতের দিবসে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি কেন আমার খোঁজ- খবর নাওনি ?" সে বলবে 'হে আমার প্রভু! তুমি বিশ্বের প্রতিপালক, আমি কিভাবে তোমার খোঁজ-খবর নিব।" আল্লাহ্ তাআলা বলবেন তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল? কিন্তু তুমি তার খোঁজ খবর নাওনি। তোমার কি জানা নাই, যদি তুমি তার খোঁজ খবর নিতে তাহলে অবশ্যই তার পাশে আমাকে পেতে। হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাওয়াওনি।' সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি বিশ্বের প্রতিপালক, আমি তোমাকে কিভাবে খাওয়াতাম ?' আল্লাহ্ বলবেন, 'তুমি কি জান না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খাওয়াওনি। তুমি জান না যে, যদি তুমি তাকে খাওয়াতে তাহলে তুমি তা আমার কাছে পেতে। হে আদম-সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি।' সে বলবে 'হে আমার প্রভু! তুমি তো বিশ্বের প্রতিপালক। আমি কিভাবে তোমাকে পানি পান করাতাম?' তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। এটা কি ঠিক নয় যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে, তাহলে নিশ্চয় তুমি আমার কাছ থেকে তার প্রতিদান পেতে ?"

(মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াসসিলা)।

৫। হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন, তুমি কখনো অর্থের দ্বারা মানুষকে বিত্তশালী করতে পারবে না। সুতরাং তুমি তাদের প্রফুল্ল বদনে ও উত্তম চরিত্র দ্বারা বিত্তশালী কর।"

(রিসালা কাশিরীয়া, বাবুল খুল্‌ক)

ইসলামী সমাজ

১। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউই সত্যিকার ইমানদার হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে , অন্যের জন্যও তা পসন্দ করে।"

(বুখারী, কিতাবুল ইমান)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "হে আবু হুরায়রা! খোদা ভীরু হও, ফলে তুমি লোকদের মধ্যে

সর্বাধিক ইবাদতগুযার বান্দা হবে। অল্পে পরিতুষ্ট হও, ফলে তুমি বান্দাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তুমি নিজের জন্য যা পসন্দ কর অপরের জন্যও তা পসন্দ কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত ইমানদার হবে। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, ফলে তুমি একজন প্রকৃত মুসলমান হবে। কম হাসবে, কারণ অতিরিক্ত হাসি অন্তরকে মৃত করে।”

(ইবনে মাজা, কিতাবুয্ যুহ্দ)।

৩। হযরত আবু ইউসুফ আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বলেছেন, তিনি রসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, “হে মানব জাতি! তোমরা ‘সালাম’ বলাকে প্রসারতা দাও, (গরীবদের) খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কর, যখন অন্যান্যরা নিদ্রিত থাকে তখন নামায পড়। তোমরা যদি এই কাজগুলো কর তাহলে তোমরা শান্তির সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(তিরমিযী, আব্ওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ্)।

৪। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “যখন তোমরা তিনজন একত্রিত হও তখন তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে যেন দু’জনে কথা বলো না । কারণ, এটি তৃতীয়জনকে ব্যথা দিতে থাকবে যতক্ষণ না তোমরা অন্যান্যদের সাথে মিলিত হও।

(মুসলিম কিতবুস্ সালাম)

৫। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এটা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি হাঁচি দিতেন তখন তিনি তাঁর হাত অথবা কাপড় নিজ মুখে রেখে নিতেন এবং এটাকে হাল্কা করতেন অথবা তখন আওয়াজকে ক্ষীণ করতেন (বর্ণনাকারী এ দু’য়ের কোন একটি হবে বলে সন্দেহ প্রকাশ করছেন)।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইস্তিখান)।

জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, “যে লোকের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়।”

(তিরমিযী , বাবু মাজয়াফিস্ শুকরে)।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূল করীম

(সা.)-এর নিকট গিয়ে বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! সকল মানুষের মধ্যে আমার সদাচরণের সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে ?" তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, "তোমাদের মাতা।" ঐ ব্যক্তিটি দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাস করল, "তারপর কে ?" তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, "তোমার মাতা।" ঐ ব্যক্তিটি তৃতীয়বার প্রশ্ন করল, "তারপর কে?" তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, "তোমার মাতা।" সে বলল, "তারপর কে ?" তিনি (সা.) বললেন, "তোমার পিতা।"
অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রশ্নকারী বলেছিল, "হে আল্লাহ্র নবী! সদাচরণের সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে?" তিনি (সা.) উত্তর দেন, "তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার মাতা, তারপর তোমার পিতা এবং তারপর তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়গণ।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য! সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য! পুনরায় সেই ব্যক্তিই হতভাগ্য! যে তার পিতা-মাতার একজনকে বা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েছে, অথচ (মাতা-পিতার সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করল না।"

(মুসলিম, কিতাবুল বির্রে ওয়াস্সিলাহ্)।

প্রতিবেশী সম্পর্কিত

১। হযরত ইবনে ওমর (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, "জিবরাঈল (আ.) আমাকে প্রতিবেশী অধিকার সম্পর্কে এমনভাবে উপদেশ দিতে থাকেন যে, এমনকি আমার মনে হল যে তিনি [জিবরাঈল] তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিবেন।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

(বুখারী, কিতাবুল আদব)।

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.)

বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন নয়। আল্লাহ্‌র কসম! সে মু'মিন নয়। বলা হলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! "কে ?" তিনি বললেন, "যার প্রতিবেশী তার যুলুম অত্যাচার হতে নিরাপদ নয়।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "বিক্ষিপ্ত কেশবিশিষ্ট, ধূলিময় (মুখমন্ডল) এবং গৃহ থেকে বিতাড়িত এমন বহু লোক রয়েছে, যদি তারা আল্লাহর কসম খেয়ে কিছু বলে, তিনি (আল্লাহ্‌) অবশ্যই তা পূর্ণ করে দেন।"

(মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত)।

৫। হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত রসূল করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, "তোমরা আমাকে তোমাদের গরীবদের মধ্যে অনুসন্ধান কর এজন্য যে, তোমরা তোমাদের গরীবদের বদৌলতেই রিয্‌ক ও সাহায্যপ্রাপ্ত হও।"

(তিরমিযী, কিতাবুল জিহাদ)।

৬। হযরত মুয়াজ বিন আনাস (রা.) হযরত রসূল করীম (সা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, "তিনি (সা.) বলেছেন, সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য এটা যে, তুমি তার সাথে আত্মীয়তাকে সংযুক্ত করো যে তোমা থেকে তা ছিন্ন করেছে এবং তুমি তাকে দান কর যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে এবং তাকে মার্জনা করো যে তোমাকে গাল মন্দ দিয়েছে।"

(মুসনাদ আহমদ)

৭। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "দান-খয়রাত করলে কারো ধন-সম্পত্তি কমে না। এবং যে ব্যক্তি নির্যাতন মার্জনা করে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে সম্মান এবং বিনয়ে অবশ্যই বৃদ্ধি করে দেন।"

(মুসনাদ আহমদ)।

পানাহার সম্পর্কিত

১। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ খেতে আরম্ভ করে, সে যেন আল্লাহর নাম নেয়।

যদি সে খাবারের শুরুতে এটা বলতে ভুলে যায়, তবে সে খাবরের শেষে বলবে–বিসমিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু (আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করলাম ও শেষ করলাম)।"

(তিরমিযী কিতাবুল আতয়েমা)।

২। হযরত আবু সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (সা.) যখন কোন কিছু খেতেন বা পান করতেন তখন তিনি (সা.) বলতেন– "আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া যায়ালানা মুসলিমীন।" অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র; যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।"

(তিরমিযী কিতাবুত দাওয়াত)।

পোষাক পরিচ্ছদ

১। হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল পাক (সা.) আমাদেরকে রেশমী ও বুটি তোলা রেশমী কাপড় (কিংখাব) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের সোনার বা রূপার (তৈরী) পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, "এগুলো এ দুনিয়ায় তাদের (অবিশ্বাসীদের) জন্য এবং পরকালে তোমাদের জন্য।"

(মুসলিম, কিতাবুল লেবাস)।

২। হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূল করীম (সা.) যখন নতুন পোষাক পরিধান করতেন তখন উক্ত পোষাকের ধরন, যেমন পাগড়ি, আলখেল্লা ও চাদর ইত্যাদির নাম উল্লেখ করতেন এবং তারপর তিনি এই দোয়া করতেন, "হে আল্লাহ্ সকল প্রশংসা তোমার। তুমি আমাকে এটা পরিধান করিয়েছ। এর মধ্যে যে উপকারিতা নিহিত রয়েছে তা তোমার কাছে কামনা করি এবং যার উদ্দেশ্যে এটা তৈরী করা হয়েছে, এর কল্যাণও কামনা করি। অপরদিকে আমি তোমার আশ্রয় কামনা করি এর মধ্যস্থিত সম্ভাব্য সকল অপকারিতা থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরী করা হয়েছে তার সম্ভাব্য অমঙ্গল থেকেও।"

(মুসলিম, কিতাবুল লিবাস)।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

১। হযরত আবু মালিক আল আশাআরী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ"

(মুসলিম, কিতাবুত্ তাহারাত)।

২। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "দাঁতন মুখকে পরিষ্কার করার ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায়।"

(নিসাই, বাবু তারগীবে মিসওয়াকে)।

হিংসা-বিদ্বেষ

১। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রা.) বলেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, অযথা মূল্য বৃদ্ধি করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরকে 'পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। তোমরা একে অপরের সওদার ওপর সওদা করো না। তোমরা আল্লাহ্র বান্দা ভাই-ভাই হও। মুসলমানগণ পরস্পর ভাই-ভাই এবং সে যেন তার ওপর নির্যাতন না করে এবং তাকে অপদস্ত না করে। আঁ- হযরত (সা.) নিজ বক্ষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিন বার বললেন, "এইখানে তাক্ওয়া (খোদাভীতি)।" অতঃপর তিনি আরও বলেন, " কারো নিজ মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা করাই তার অনিষ্টের জন্য যথেষ্ট। একজন মুসলমানের অর্থ, সম্পত্তি এবং সম্মান অপর মুসলমানের কাছে অবৈধ।"

(মুসলিম, কিতাবুল বির্রে ওয়াসসালাহ্)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, "হিংসা থেকে সাবধান থেকো। কারণ আগুন যেভাবে কাঠ ও খরকে ভক্ষণ করে ঠিক সেইভাবেই হিংসা পুণ্যকে ভক্ষণ করে ফেলে।"

(আবু দাউদ,কিতাবুল আদাব)।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "যার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অহংকার রয়েছে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি বলল, যে ব্যক্তি সুন্দর কাপড় ও সুন্দর জুতা পসন্দ করে তার অবস্থা কি রকম? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ সুন্দর। তিনি

সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। সত্যকে পরিহার এবং মানুষকে ঘৃণা করার মধ্যেই অহংকার নিহিত।"

(মুসলিম, কিতাবুল ইমান)।

৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সত্যকে অবলম্বন কর। কারণ, সত্য (মানুষকে) পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে, আর পুণ্য (মানুষকে) জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন ব্যক্তি সদা সত্য কথা বলে এবং সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তখন এমন এক সময় আসে যখন আল্লাহ্র দরবারে তাকে পরম সত্যবাদী (সিদ্দীক) বলে আখ্যায়িত করা হয়। তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থেকো! কারণ মিথ্যা (মানুষকে) পাপের দিকে পরিচালিত করে এবং পাপ (মানুষকে) দোযখের দিকে পরিচালিত করে। যদি কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলে এবং মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন এমন এক সময় আসে যখন আল্লাহ্র দরবারে তাকে পরম মিথ্যাবাদীরূপে লেখা হয়।"

(বুখারী, কিতাবুল বির্রে ওয়াসসিলাহ্)।

৫। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "আমি কি তোমাদের সর্বাধিক বড় পাপ সম্বন্ধে অবগত করবো না? আমরা বললাম "হে আল্লাহ্র রসূল! হ্যাঁ অবশ্যই বলুন।" হযরত রসূল করীম (সা.) বললেন, "আল্লাহ্র সাথে কাউকেও শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।" তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; তখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, "সাবধান! মিথ্যাকে পরিহার কর।" তিনি এটা বার বার বলতে থাকলেন, এমনকি আমরা বললাম হায় তিনি যদি চুপ হয়ে যেতেন।"

(বুখারী, কিতাবুল আদাব)।

ইসলামের অধঃপতন

১। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয় আমার উম্মতের ওপরও সেসব অবস্থা আসবে যেমন বনী ইসরাইলের ওপর এসেছিল। উভয়ের মধ্যে এক জুতার সাথে অপর জুতার ন্যায় সাদৃশ্য থাকবে, এমনকি তাদের মধ্য থেকে যদি কেউ প্রকাশ্যে নিজ মাতার নিকট গমন করে থাকে তদ্রুপ আমার উম্মতের মধ্যেও এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে– যে ঐরূপই করবে। বনী ইসরাঈল তো ৭২ ফিরকায় (দলে)

বিভক্ত হয়েছিল; আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে কেবলমাত্র এক ফেরকা ব্যতীত। তারা (সাহাবারা) বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে ফিরকা কোনটি? তিনি বললেন, আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথে আছে সে পথে যারা থাকবে।"

(তিরিমিযী কিতাবুল ইমান)।

২। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন "মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফিতনা– ফাসাদ উত্থিত হবে এবং তাদের মধ্যেই তা ফিরে যাবে।"

(বাইহাকী মিশকাত)।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন

১। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত নবী করীম (সা.) এর কাছে বসেছিলাম; তখন সুরা জুমুআ নাযিল হল। অতঃপর যখন তিনি "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকুবিহীম" পড়লেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! এরা কে (যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হননি)? কিন্তু তিনি এর কোন উত্তর দেননি। এমনকি সে তাঁকে (সা.) দুই-তিনবার জিজ্ঞাসা করলো। বর্ণনাকারী বললো, তখন সালমান ফার্সীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। সালমান ফার্সী (রা.)-এর কাঁধের ওপর হাত রেখে রসূল করীম (সা.) বললেন, "ইমান সপ্তর্ষীমন্ডলে চলে গেলেও এদের (পারশ্য বংশোদ্ভুত) এক বা একাধিক ব্যক্তি সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনবে।"

(বুখারী, কিতাবুল তফসীর)।

২। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন, "তাঁর কসম যার হাতে আমার জীবন, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবে যিনি সুবিচারক, ন্যায়পারায়ণ হবেন। অতঃপর তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং শূকর বধ করবেন, যুদ্ধ রহিত করবেন এবং অর্থ সম্পদ বিতরণ করবেন কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না এমনকি একটি সিজদা পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সকল বস্তু থেকে উত্তম হবে।" অতঃপর হযরত আবু

হুরায়রা (রা.) বললেন, "তোমরা এ আয়াতটি পাঠ করতে পার–'আহলে কিতাব হতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ মৃত্যুর পূর্বে এর (ইসার ক্রুশীয় মৃত্যুর)ওপর অবশ্যই বিশ্বাস রাখবে এবং সে কিয়ামতের দিনে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে। (৬ : ১৬০)।

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)।

৩। "সাবধান! আমার এবং মরিয়ম-পুত্র ঈসার মধ্যে কোন নবী বা রসূল থাকবে না। স্মরণ রেখো, নিশ্চয়ই তিনি আমার পরে আমার উম্মতের মধে আমার খলীফা হবেন। স্মরণ রেখো! তিনি দাজ্জালকে বধ করবেন এবং ক্রুশকে ভাঙবেন, জিযিয়া (বিজিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আদায়কৃত কর) উঠানো বন্ধ করবেন এবং যুদ্ধকে রহিত করবেন। যে ব্যক্তি তাকে পাবে সে যেন তাঁর কাছে (আমার) 'সালাম' পৌঁছায়।"

(তিবরানী)।

৪। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ, মরিয়মপুত্র ইসা (আ.)-কে পাবে, সে যেন তাঁর কাছে (আমার) সালাম পৌঁছে দেয়।"

(দুর্‌রে মনসুর)

৫। হযরত সওবান (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা তাকে (মাহদীর আবির্ভাবের সংবাদ) পাও তখন তার বয়াত কর, যদিও তোমাদের বরফের পাহাড়ের ওপর হামাগুঁড়ি দিয়ে যেতে হয়, কারণ তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা; মাহদী।"

(ইবনে মাজা)।

৬। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা কতইনা সৌভাগ্যশালী হবে, যখন তোমাদের মধ্যে মরিয়ম-পুত্র ঈসা আবির্ভূত হবেন এবং তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম (ধর্মীয় নেতা) হবেন।" অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, "তিনি তোমাদের ইমামতী করবেন।"

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)।

৭। হযরত মুহাম্মদ বিন আলী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমাদের মাহদীর জন্য দু'টি নিদর্শন রয়েছে যা আকাশসমূহ ও

পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়নি। রমযান মাসে (চন্দ্র-গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র-গ্রহণ এবং সেই মাসেই (সূর্য-গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।"

(দারকুতনি, বাবু সিফাত সালাতিল খুসুফে ওয়াল কুসুফে)।

৮। হযরত সুলায়মান ইব্‌নে আমরিবনিল আহ্‌ওয়াস বর্ণনা করেন, আমার পিতা বলেছেন, তিনি 'হাজ্জাতুল বিদার' সময় হযরত নবী করীম (সা.)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন, তখন নবী করীম (সা.) আল্লাহ্‌ তাআলার হাম্‌দ ও সানা (প্রশংসা ও গুণ) বর্ণনা করলেন ও উপদেশ দান করলেন এবং বললেন, "কোন্‌ দিনটি সর্বাধিক পবিত্র ? কোন্‌ দিনটি সর্বাধিক পবিত্র ? কোন্‌ দিনটি সর্বাধিক পবিত্র ?" সাহাবারা বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! হজে আকবরের দিন।" তিনি (সা.) বললেন, "তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মান তোমাদের জন্য এরূপ পবিত্র যেভাবে তোমাদের এই শহরে, এই মাসে, আজকের এই দিনটি পবিত্র। শুন! যে পাপ করে সে তার নিজেরই বিরুদ্ধে পাপ করে। কোন পিতার গুনাহ্‌র ভার তার পুত্রের ওপর বর্তাবে না এবং কোন পুত্রের পাপের ভার তার পিতার ওপর বর্তাবে না। শুন! মুসলমান ভাই-ভাই। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের কোন জিনিস বৈধ নয়–তা ব্যতিরেকে যা সে (তার ভাইয়ের জন্য) নিজ পক্ষ হতে বৈধ করে। সাবধান! অন্ধ যুগের প্রত্যেক ধরনের সুদ অবৈধ। হ্যাঁ, তোমাদের জন্য শুধু মূলধনই (বৈধ)। তোমরা (সুদের ব্যাপারে) যুলুম করো না। তাহলে তোমাদের ওপর যুলুম করা হবে না। কেবল আব্বাস ইব্‌নে মুত্তালিবের সুদ ব্যতিরেকে, কেননা তা সুস্পষ্টরূপেই রহিত করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের (অন্ধকারের) যুগের সকল রক্ত বিনা প্রতিশোধে ক্ষমা করে দেয়া হল এবং সর্বপ্রথম আমি বিনা প্রতিশোধে হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিবের রক্ত মাফ করছি– যে বানু লায়সের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছিল এবং হুযায়ল তাকে হত্যা করেছিল। শুন! স্ত্রীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর, কারণ তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তাদের প্রকাশ্য অশ্লীলতা ছাড়া তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার অধিকার নাই। যদি তারা এরূপ করে তাহলে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং তাদের মারাত্মক আঘাত না করে শাসন কর। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করে, তাহলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোন পথ অবলম্বন করো না। শুন! নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের ওপর কতক দায়িত্ব রয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীগণের জন্যও তোমাদের ওপর কতক দায়িত্ব রয়েছে। তোমাদের

স্ত্রীগণের ওপর তোমাদের জন্য এই দায়িত্ব যে, তারা যেন তোমাদের শয্যা অন্য কারো জন্য না বিছায়– যাকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারা যেন তোমাদের ঘরে তাদেরকে আসতে অনুমতি না দেয়, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর। শুন! তোমাদের ওপর তাদের জন্য দায়িত্ব হল এই যে, তোমরা খোরপোষের ব্যাপারে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার কর।”

(তিরমিযী)।

SOME SELECTED `AHADIS'-

Sayings of the Holy Prophet MUHAMMAD (SM)

Translation into Bangla Language
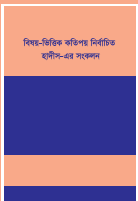
Selected Verses of Hadith
selected by **Hadhrat Mirza Tahir Ahmad** rahe
The Fourth Successor of the Promised Messiah

translated into bengali by
Maulana Saleh Ahmed

published by **Mahbub Hossain**
National Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

ISBN 978-984-991-014-5